PDF Created by hillbd.com

ক'বি আর ধ'বি

(চাকমা রূপকথা)

বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

অ-নেক অ-নেক দিন আগে এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী। ছেলে পুলে কিছু নেই,—একটিই শুধু মেয়ে তাদের। পরীর মত ফুট্‌ফুটে সুন্দর মেয়েটি। অনেক কাল পরে বুড়ো বয়সে যখন কোলে এল সেটি, বুড়ো খুব খুশী হয়ে আদর করে ওর নাম রাখলে—'ধ'বি।'

বুড়ো আর বুড়ী জুম করে। মেলাই ধান ফলে জুমে। তারা খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেনা। তা'ছাড়া তিল, ধার্পাস, কুমড়ো, মারফা, চিনার এসবতো আছেই। এক কথায়, বুড়ো বুড়ীর খুব সুখের সংসার। কিন্তু সুখ চিরদিন আর কারুর কপালে জোটেনা। বুড়ো বুড়ীর সংসারেও হঠাৎ একদিন দেখা দিল কালো মেঘ। নেমে এলো তাদের দুঃখের দিন।

বুড়ো আর বুড়ী একদিন গেছে জুমে নিড়ানী দিতে। ধানের চারাগুলো সবে বিঘত্‌ খানেক হয়েছে। এ সময়টায় একবার ভাল করে নিড়ানী দিলে পরে আগাছা বাড়তে পারেনা জুমে, আর ধানও হয় খুব।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বুড়ো আর বুড়ী জুম বাছে। চারধারে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। কাছে পিঠে কোথাও ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই। যে কটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে জুমের মাঝখানে, সেগুলোর সব ন্যাড়া মাথা। জুমপোড়ার আগুনে সব ঝলসে গেছে। পাতা মেলতে তাদের এখনও অনেক দেরী।

বুড়ী বলে বুড়োকে, "চলনা বুড়ো। একটু জল খেয়ে আসি। ভারি তেষ্টা পেয়েছে।" বুড়ো বলে, "আর-সবুর, সবুর। এপাশটা সমান করে নিই আগে। দেখছিস্‌না কি রকম আগাছা হয়ে আছে? তাড়াতাড়ি নিড়ানী শেষ করতে না পারলে ধানগুলো যে আর বাড়বেনা।" বললে কি হবে, এদিকে বুড়োর নিজেরই খুব তেষ্টা লেগেছে। তাই তাড়াতাড়ি কাজটা এক পেশে করে নিয়েই ছুটলো দুজনে জলের খোঁজে।

কিন্তু কোথায় জল? জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ ফাটা রোদ্দুরে ছড়াছড়ি সব শুকিয়ে ফুটি ফাটা হয়ে আছে। অন্যদিন তারা খাবার জল আনত গাঁ থেকে কত্তিতে (১) ভরে। আজ আনেনি তাই কাঁসাদ বেঁধেছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল বুড়ী, একটা ঠাণ্ডা মত জায়গায়, ···ওটা বোধহয় আগে জলা-ই ছিল, অনেক-গুলো হরিণের পায়ের দাগ পড়েছে, আর কিছুটা জল জমে রয়েছে সেগুলোর খাঁজে খাঁজে। বিষম তেষ্টায় বুড়ী ঐ জলটাই মরুভূমির মত শুষে নিল মাটিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে। কিন্তু তাতে

(১) কত্তি একপ্রকার মাটির তৈরী জলপাত্র। দেখতে অনেকটা গাড়ুর মত। গলাটা সরু আর লম্বা।

PDF Created by hillbd.com

তার গলাটা পর্যন্ত ভিজলনা। তেষ্টা মেটা দূরে থাক্, সেটাকে বরং আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল।

এদিকে বুড়ো খুঁজে পেয়েছে একটা কাঁকড়ার গর্ত্ত। ভেতরে বেশ পরিস্কার ঠাণ্ডা পানি। মহা উল্লাসে বুড়ো আঁজলা ভরে জল খেতে যাচ্ছে, এমন সময় বুড়ী এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল তাকে,—"বুড়ো আমাকে একটুখানি খেতে দেনা।" বুড়োর নিজেরই তখন তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। খাবার সময় বুড়ী এসে বাগড়া দিতেই সে খেঁকিয়ে উঠল, "দূর হ। দূর হ। দূর হ।"

এখন হয়েছে কী- চাকমা ভাষায় 'দূর' বললে কচ্ছপকেও বোঝায়। আর সেকালটা ছিল সত্যযুগ, লোকের কথায় কথায় মুখের বাকি ফলে যেত। তাই বুড়োর বলার সাথে সাথে একেবারে এক অবাক কাণ্ড। দূর হবার বদলে বুড়ী অমনি মস্তবড় এক'দূর' অর্থাৎ কিনা কচ্ছপ হয়ে গেল। আর সেটা তখন জল খুঁজে খুঁজে গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে তাদের গাঁয়ের পাশের নদীটায়

আর জল খাবে কী? বুড়োরত মুখে বাকি হয়ে গেল. চোখের সামনে অত বড় তাজ্জব ব্যাপার ঘটতে দেখে। কি বলতে কি ঘটে গেল চোখের পলকে,—ব্যাপারখানা বুঝে উঠতেই বুড়ো কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল 'হায়! হায়!' করে বুড়ীর শোকে।

বুড়ীকে হারিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো যা'হোক এক সময় ফিরে গেল ঘরে। এদিকে বাপকে একা ফিরতে দেখে মেয়েটা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল তাকে, "বাবা, মা কই?" মেয়ের কথা শুনে আবার দ্বিগুণ জ্বলে উঠল বুড়োর বুক হু হু করে। ছোট মেয়েটি কখনও মায়ের কাছ ছাড়া হয়নি কোনদিন। এখন বুড়ো কী বলে বুঝাবে তাকে? মেয়ের মুখ চেয়ে পাষাণে বুক বাঁধল বুড়ো। ছল করে বলল মেয়েকে,—'আসবে রে! তোর মা বিকেলে আসবে।"

মেয়েটি তাইতে আপাততঃ প্রবোধ পেল বটে, কিন্তু মাকে কাছে না পেয়ে উসখুস করে কাটাল সারাদিন। বেচারী ঘন ঘন ভেতর বাহির করল সারাক্ষণ, পথের পানে চেয়ে চেয়ে দেখতে গেল—অই বুঝি আসছে তার মা। ক্রমে ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল আর দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল, কিন্তু তবু তার মাকে আসতে দেখা গেলনা। মেয়েটি আর ধরে রাখতে পারলনা নিজেকে। বাপের কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তার পিঠে মুখখানা গুঁছে। বারে বারে শুধাতে লাগল তার বাবাকে, কখন আসবে তার মা?

এদিকে মেয়ের দুঃখে বাপের নিজের চোখেও তখন জলের ধারা নেমেছে। পরম স্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বারে বারে বুঝাতে লাগল তাকে,-"কাঁদিসনে মা। কাঁদিসনে। তোর মা নিশ্চয় আসবে কাল সকালে।" অনেক করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন

PDF Created by hillbd.com

রকমে মেয়েটিকে একটু শান্ত করল বুড়ো। আনাড়ি হাতে চারটে রেঁধে নিয়ে মেয়েকে খাওয়াল আর নিজেও কিছু মুখে দিল। তারপর তাকে বুকে নিয়ে শুতে গেল বিছানায়।

পরদিন সকাল না হ'তে মেয়েটি আবার বায়না ধরলো তার মায়ের কাছে যাবার জন্যে। বুড়ো তাকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। তারপর এক এক করে খুলে বলল তাকে সব কথা। শেষে বলল, "দেখ্, তোর মা এখন কচ্ছপ হয়ে আছে ওই নদীর জলে। সে আর ফিরবে না। পানিতেই থাকতে হবে তাকে, আর ফিরতে পারবে না।"

বাপের কথা শুনে মেয়েটি একেবারে আছড়ে পড়ল মাটিতে। "হাউ, হাউ করে কাঁদতে লাগল মায়ের শোকে। তার সে কান্না শুনে হঠাৎ 'ভুস্' করে ভেসে উঠল কচ্ছপটি পানির উপর গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল মেয়েকে, "কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। কপালের লেখন আমি এখন কচ্ছপ হয়ে আছি। ঘরে ফেরার উপায় নেই। মিছিমিছি কেঁদে দুঃখ দিসনি। তোর যখনি দেখতে ইচ্ছে করবে, ঘাটে এসে হাততালি দিস,—আমি যেখানেই থাকি নিশ্চয় দেখতে আসব তোকে"।

মায়ের কথায় মেয়েটি শান্ত হয়ে ফিরে এল ঘরে। সেই থেকে তার মায়ের কথা মনে পড়লেই নদীর ধারে গিয়ে হাত তালি দেয় আর সংগে সংগে কচ্ছপটি ভেসে উঠে জলের উপর। তীরের কাছে এসে দেখা দিয়ে যায় মেয়েকে, নানান কথা বলে তার সংগে। এমনি করে দিন চলে।

বুড়ীকে হারিয়ে বুড়ো একেবারে একলা হয়ে পড়ে গেল তখন থেকে। জুম করার আর তার সামর্থ্য রইল না। বড় কষ্টে পড়ে গেল সে মেয়েকে নিয়ে। তবে বেতের কাজ জানত সে খুব ভালো। যেমনি করে হোক এখন খেতে ত হবে। তাই বন থেকে সে বাঁশ, বেত কেটে আনল আর তাই দিয়ে 'টং' (২) আর কুলো বুনে সেগুলো গাঁয়ে গাঁয়ে নিয়ে ফেরী করে বেচতে লাগল—

"ভাত দিবা জরা জরা,
তান দিবা থরা থরা,
টং কুলা লবানি,—
মা, বোন, পাড়া?"

বাংলা:—

ভাত দিয়ো মুঠো ভরা,
তরকারী দিয়ো থোড়া,
টং কুলো নেবেনি
মা, বোন, পাড়া?

বাপ আর মেয়েতে এভাবে বোন রকমে দিন-পাত চলে।

ভিন গাঁয়ে থাকত এক বুড়ী—অনেক কাল তার স্বামী মারা গেছে। একটি মাত্র মেয়ে

(২) টং=চাল রাখবার জন্য এক প্রকার বেতের টুকরী।

PDF Created by hillbd.com

নিয়ে তারও দিন গুজরান চলছে কোনমতে। মেয়ের নাম 'ক'বি' বুড়োর মেয়ের প্রায় সমান বয়সী। বুড়ো যখন ফেরী নিয়ে আসতে লাগল তাদের গাঁয়ে, বুড়ীর খুব পছন্দ হয়ে গেল তাকে দেখে। কি করে বুড়োর মন ভোলানো যায়, সেই চেষ্টা দেখতে লাগল বুড়ী তখন থেকে। রাস্তা দিয়ে বুড়োকে যেতে দেখলেই তাকে ডেকে বসায়, ঠাণ্ডা পানি খেতে দেয়। পাশে বসে হাওয়া করতে করতে সুখ দুখের গল্প করে দু'দণ্ড তার সঙ্গে। বলে,—"আহা বুড়ো, তোমারত ভারী কষ্ট। থাকত যদি আ'মার মত তোমার এক বুড়ী, তাহলে নিশ্চয় আসতে দিতনা তোমাকে এই দুপুর রোদ্দুরে"। আর কোন কোন দিন বুড়ী বলে,—"আহা বুড়ো, তোমার কষ্ট আর চোখে সয়না! সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে ভারি ধকল গেছে, সন্ধেও হয়ে এল। থেকেই যাও না হয় আজ এখানে।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না, না, না আজ থাক। কচি মেয়েটা একলা ঘরে রয়েছে। দিনমানটা যা'হোক করে কাটে, সন্ধে হলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।"

একদিন বুড়ী একেবারে চেপে ধরল বুড়োকে রাখবার জন্যে! অন্যদিনের মত ওজর দেখাতে বুড়ী বলল তাকে, "থাক, থাক, মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবেনা তোমায়। এইত পাশের গাঁ, আমারও মেয়ে রয়েছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে। ওকে এখানে নিয়ে আসবে। বুড়োর আর কোন আপত্তিই খাটলনা সেদিন। বুড়োর টং কুলো তখনো বিক্রী হয়নি। একেবারে ঘরের ভিতর নিয়ে সেগুলো লুকিয়ে রাখল বুড়ী যা'তে না বুড়ো পালাতে পারে। তারপর মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিল পাশের গাঁয়ে, বুড়োর মেয়েকে আনতে।

রাত্রে খাবার জন্য একটা মুরগী জবাই করে দিল বুড়ী। তারপর ভাল করে রেঁধে বেড়ে বুড়ো আর তার মেয়েকে খেতে দিল খুব যত্ন করে। মা মেয়েতে নিজেরাও খেল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়েছে, চুপি চুপি নিজের কাপড়ে আর বুড়োর কাপড়ে একটা গিট বেঁধে দিল বুড়ী, তারপর শুয়ে পড়ল বুড়োর পাশে। এদিকে ভোর হ'তে না হ'তে বাড়ীর মোরগটা কি করে জানি বুড়ীর কাণ্ডটা টের পেয়ে ডেকে উঠল ডানা ঝেড়ে,...

"কঁক—ক—রে কঁক্
বুজ্যা লই বুড়ী জদন বান্ধনদে—
জক্—রে জক।"

বাংলা—"কঁক—ক—রে কঁক
বুড়ো আর বুড়ী গাঁটছড়া বেঁধেছে,
মজার কাণ্ড দেখ।"

ঘুম ভাঙতেই বুড়ী শাসিয়ে উঠল মোরগটাকে কপট রাগে, "হারামজাদা পাঁজি। ভোর হোক, দাঁড়া, কালই না তোকে জবাই করে দিচ্ছি।"

এদিকে বুড়োরও তখন ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠে দেখে, সত্যি সত্যি তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে আছে বুড়ীর সঙ্গে। আর বুড়ীত যেন

PDF Created by hillbd.com

আকাশ থেকে পড়ল একেবারে,—"ওমা! একী কাণ্ড বুড়ো! গাঁটছড়া বাঁধল কে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ এখন বিয়ে না হলে মুখ দেখাই কী করে লোকের কাছে? আর মেয়ে ছুটোই বা বলবে কি? ফাঁদে পড়ে বাধ্য হয়ে বুড়োর বিয়ে করতে হল বুড়ীকে। বিয়ে করে একেবারে নিয়ে এল তাকে নিজের বাড়ীতে।

এরপর শুরু হল বুড়োর মেয়ের আসল ছুঃখের দিন। বাড়ীতে এসে পা দিতেই বুড়ী নিজের মূর্তি ধরলো। কালে কালে প্রকাশ পেতে লাগল তার হিংসুটেপনা। বুড়োর মেয়ে কিনা সতীনের মেয়ে—বিষ নজর পড়ে গেল বুড়ীর মেয়েটার উপর প্রথম থেকে। তাকে দিয়ে সব সংসারের কাজকর্ম করায়, জল আনতে পাঠায় আর হাঁড়িকুড়ি এঁটো বাসন মাজতে দেয়। একটুখানি গাফিলতি দেখলে কাজে, বুড়ী অমনি মারমূর্তি হয়ে ওঠে একেবারে। তা'ছাড়া কথায় কথায় গালমন্দ আর শাপমন্তি বুড়ীর মুখে যেন নিত্যি লেগেই আছে।

বুড়োর মেয়ে কাজ করে যায় প্রাণপণে। বাপকে কিছুই বলতে পারেনা বুড়ীর ভয়ে। শুধু একেকবার যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখন এক ফাঁকে সে নদীর ধারে গিয়ে কাঁদতে বসে। আর ওদিকে ওর মা তার সে কান্না শুনে ভুস করে আবার ভেসে উঠে জলের ভেতর থেকে। কুলের কাছে এসে বোঝাতে থাকে মেয়েকে, "কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। সবই কপালের লেখন, সয়ে যা।"

থাকতে থাকতে পরে এক সময় বুড়ী জানতে পারল তার সতীনের কথা। তার সতীন এখনও কচ্ছপ হয়ে বেঁচে আছে, আর বুড়ো আর মেয়ে গিয়ে ডাকলে পরে জলের উপর ভেসে ওঠে তাদের দেখা দিতে আসে, এ খবর শুনে হিংসেয় বিষম জ্বালা ধরে গেল বুড়ীর সারা গায়ে। সতীনের মাংস কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবার জন্যে তখন থেকে উঠে পড়ে লাগল সে একেবারে।

কচ্ছপটাকে ধরবার জন্যে হরেক রকম তোড়-জোড় শুরু করে দিল বুড়ী। লোকজন লাগিয়ে নদীর উজানে পেতে রাখল সারি সারি সব 'চাঁই'। ভাটিতে বসাল এক সার 'টেরা', আর নদীর দু'ধারে ফেলে রাখল মেলাই বঁড়শীর টোপ। বুড়ীর মতলবটা বুঝতে পেরে বুড়ীর মেয়ে আগে ভাগে তার মাকে গিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এল এক ফাঁকে,—

"হেই – ই মা···
উবুরে গেলে চেয়াত্‌, বাঝিবে,
লামনি গেলে টেরাত্‌, বাঝিবে,
কুলত্‌ এলে বজ্জিত বাঝিবে···
মধ্যামধ্যি থাক্।"

বাংলা— উজানে গেলে চাঁই আর ভাটিতে গেলে টেরায় আটকা পড়বে। কুলের কাছে এলে বঁড়শীতে গাঁথবে। মাঝ গাঙেই থাকো।

সময় মত মেয়ের হুঁশিয়ারী পেয়ে কচ্ছপটা সেদিন আর ধরা পড়লনা। এর পরের দিনও না, এমনকি তারপরের দিনও না। এমনি করে নিরাশ হতে বুড়ী যেন ক্ষেপে রইল একেবারে।

PDF Created by hillbd.com

কচ্ছপটি এখন না যেতে পারে উজানে, না যেতে পারে ভাটিতে। কূলের কাছে গেলেও মহাবিপদ। সবসময় ধরা পড়ার ভয়। চড়ে বড়ে খাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেল তার। কিন্তু এমনি করে কাঁহাতক আর না খেয়ে থাকা যায়। পরপর বেশকিছুদিন উপোস যাবার পর ক্ষিদের জ্বালায় কচ্ছপটা একদিন চড়তে এল কূলের কাছে সকালে, আর অমনি বুড়ীর একখানা টোঁপে গেঁথে গেল 'ঘ্যাঁ চ' করে। বুড়ীর খুশী আর দেখে কে? এতদিনে শত্তুর ধরা পড়েছে। হুড়মুড় করে সে কচ্ছপটাকে ডাংগার টেনে তুলে ঘরে নিয়ে এল বাড়ীতে আর হুকুম করল বুড়োরমেয়েকে সেটাকে আগুনে ঝলসে মেরে কেটে কুটে আনতে।

বুড়োর মেয়েত সব দেখে শুনে যেন বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু সৎমার হুকুম, না বলারও উপায় নেই। বাধ্য হয়ে মেয়েটা আগুন জ্বালাল উঠোনের একধারে আর কচ্ছপটাকে পোড়াতে নিয়ে গেল সেখানে। বুড়ী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল মহা আহ্লাদে।

এখন কচ্ছপ হলেও সে তার মা। মেয়েটি ভেবে পেলনা, তার কোন দিকটায় আগে আগুনে দেবে। পিঠের দিকটা অবশ্যি শক্ত বেশী, কিন্তু সেদিকটা আগে আগুনে দিতে গেলে তার মুখটা চোখে পড়বে আগে। সাতপাঁচ ভেবে মেয়েটি প্রথমে কচ্ছপটার বুকের দিকটাই দিল আগুনে। আঁচ লাগার সাথে সাথে 'উ-হু-হু করে একেবারে ধড়ফড় করে উঠল কচ্ছপটি,—"হেই মা। তোকে এত এই বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, তুই আমাকে পোড়াচ্ছিস কেন?"

শিউরে উঠে মেয়েটি তাড়াতাড়ি কচ্ছপটাকে উল্টে দিল তার পিঠের দিকে। এবারেও কচ্ছপটা "উ হু-হু করে ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠল আবার,—"হেই মা। তোকে কত নিয়ে বেড়িয়েছি এই পিঠে করে,—আমাকে তুই পোড়াস কেন?" তার কাতরানি আর সইতে না পেরে মেয়েটি ফের উল্টে দিল কচ্ছপটাকে। সেটার ছটফটানি দেখে বুড়ী এদিকে হেসে কুটিকুটি। হোকনা কচ্ছপ, সতীন বই ত নয়? সতীন না শত্তুর! দগ্ধে দগ্ধে মরুক। শত্তুরের শেষ রাখতে নেই।

দু'য়েকবার এপিঠ ওপিঠ করতেই সারা হয়ে গেল কচ্ছপটি। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বুড়োর মেয়ে তখন সেটাকে নিয়ে গেল ঘাটে। কেটে কুটে ভাল করে ধুয়ে মাংসটা এনে দিল বুড়ীর কাছে। খুব খুশী হয়ে বুড়ী ত রান্না করতে গেল সেটা খাবার জন্যে। এদিকে উনুনের আঁচ পেয়ে তরকারীর ঝোলটা যখন ফুটছে টগবগ করে, তখন হাঁড়ির ভেতর থেকে কে যেন একজন বলে উঠল হাঁড়ি গলা করে,—

"বগ্ বগ্ সুদিন অ মাধা খাং,
বগ্ বগ্ সুদিনঅ মাধা খাং"
বাংলা— টগ্ বগ্। সতীনের মাথা খাই।

দেখে শুনে বুড়ী আঁতকে উঠল ভয়ে। চোখ উঠে গেল কপালে। কী অলক্ষুণে কাণ্ডরে বাবা! মরে গিয়েও সতীন খেতে চাচ্ছে তাকে! রান্না করা তরকারীটা আর খেতে সাহস করলনা সে কোনোমতে। না জানি যদি একটা কোন ভাল-মন্দ হয়ে যায় কোন ফাঁকে? ভয়ে ভয়ে তরকারীটা সে ফেলে দিয়ে এল আস্তাকুঁড়ে।

PDF Created by hillbd.com

কয়েকদিন যেতে দেখা গেল, একখানা লাউ শাকের চারা গজিয়েছে সেখানে। বুড়োর মেয়ে সেটার খুব যত্ন নিতে লাগল হরেক রকমভাবে। দেখতে দেখতে সেটা থেকে একটা লকলকে আগা বেরিয়ে ওটা বেয়ে উঠল রান্নাঘরের চালে আর ছেয়ে ফেলল দু'দিনে। কালে কালে তার ফুল হ'ল আর একটা লাউয়ের কুঁড়িও দেখা দিল একসময়। একটুখানি বড় হতেই সেটা ঝুলে পড়ল চালের বাতা থেকে দুয়ারের ঠিক সামনে, বাড়তে লাগল দিনে দিনে। রোজ সকালে বুড়ী যখন বেরোতে যায় ঘর থেকে, 'ঠকাস' করে অমনি তার কপালে ঠুকে যায় সেটা। ঢোকবার বেলায় আর একবার। বুড়ী অমনি গালমন্দ দিয়ে ওঠে রাগে, "আঃ মোলো যাঃ। হতচ্ছাড়া লাউটা ধরবার আর জায়গা পেলিনে। বোস, আর দু'দিন যাক্। তোকে না তখন খাচ্ছি।"

আর কয়েকদিন যেতে যখন বেশ বড় হয়েছে লাউটা, বুড়ী তখন সেটা তুলে আনল, আর কুচি কুচি করে কুটে তরকারী রাঁধতে গেল খাবার জন্যে। রাঁধতে রাঁধতে ঝোলটা যখন 'টগবগ' করে ফুটছে আগুনের আঁচ পেয়ে, আগের মতই কে যেন আবার বলে উঠল হাঁড়ি গলা করে,—

"ববগ ববগ সুদিন অ মাধা খাং
ববগ ববগ সুদিন অ মাধা খাং।"

এবার আরো বেশী ভয় পেয়ে বুড়ী ত ভিরমি খাবার যোগাড় একেবারে। "সব্বোনাশ, এতো সেই আগের গলা!" কী জানি কী হয়, এই ভেবে তরকারীটা আর সে খেলনা সাহস করে। হাঁড়ি শুদ্ধ ফেলে দিয়ে এল ঢেঁকী-শালে—তুষের গাদায়।

আবার কয়েকদিন যেতে দেখা গেল, একটা গাছের চারা উঠেছে সেখানে। বিরিখ গাছ। অল্পদিনেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠল সেটা আর ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে গেল অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বুড়ী বুড়োর মেয়েকে পাঠায় ধান ভানতে। বেচারী একা একা ধান ভানে দুপুর রোদে। খাটুনীতে আর রোদের গরমে দরদর করে ঘাম ঝরে তার সারা গা বেয়ে। বিরিখ গাছটা সে সময় ছায়া দেয় তাকে মায়ের মত পরম স্নেহে। ডালপালা দুলিয়ে হাওয়া করে। মায়ের মতই যেন তার সব ক্লান্তি মুছে দেয় স্নেহে।

বুড়োর মেয়েকে অতখানি কষ্টের মধ্যে রেখেও বুড়ীর তবু আশা মেটেনা। সতীনকে খেয়ে এবার মতলব ভাঁজতে লাগল কি করে আবার নিকেশ করা যায় সতীনের মেয়েটাকে। অনেক কিছু ফন্দি ফিকির করে বুড়ী একদিন বিছানা নিল ছল করে, আর খালি কঁকাতে লাগল পড়ে পড়ে, উঁহুঁ-হুঁ। একটুখানি এপাশ ওপাশ খেলে 'ফট্ ফট্' করে শব্দ হয় বিছানায় আর বুড়ী অমনি একেবারে 'হুঁউ-মাঁউ' করে চেঁচাতে থাকে, "ওমাগো গেলুমরে, মলুমরে।"

এদিকে বুড়ী মাদুরের তলায় রেখে দিয়েছে মেলাই ভাঙ্গা হাঁড়িকলসীর টুকরো। একটুখানি নড়াচড়া করলে সেগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে

PDF Created by hillbd.com

'হুড়মুড়' করে শব্দ হয়, আর মনে হয়, বুঝি বা বুড়ীর হাড়গুলোই ভাঙে অমন করে। এক বুড়ীত্ মরেই গেছে, আর এই বুড়ীরও এখন এমন অবস্থা। বুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসল। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিন রাত্তির বৌয়ের সেবা যত্ন করে, একতিল কাছ ছাড়া হয়না। পাহাড়ী দাওয়াই তার যত দূর জানা আছে, এক এক সব খাইয়ে দেখল বুড়ীকে, কিন্তু কিছুতে কিছু হয়না। বুড়ী আরো বেশী করে ভান করে ব্যামোটা যেন তার দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

আসলে হয়েছে কী, বুড়ো যতনা অসুদ দেয় বুড়ী শুধু খাবার ভান করে, আর এক ফাঁকে ফেলে দেয় নীচে মাটিতে মাচান ঘরের তলা গলিয়ে। শেষমেষ পাড়ার ওঝা এসে নিদান বাতলে দিল বুড়োকে, আগের থেকে বুড়ীর শেখানো মতে, "ওরে বাব্বা। এযে বিষম ব্যামো একেবারে খাস 'হাড়ভাঙা চাড়ভাঙা', রক্ষে পাওয়া ভার। তবে নাকি বাঘের দুধ পাওয়া যায় যদি, রোগী বাঁচলেও বাঁচতে পারে তাহলে" এখন কোথায় পাওয়া যায় বাঘের দুধ আর কেইবা যাবে আনতে ? কোন একটা উপায় ঠাওরাতে না পেরে বুড়ো খালি তাকিয়ে রইল বেওকুফের মত ফ্যালফ্যাল করে। দাঁতমুখ খিচিয়ে বুড়ী বললো বুড়োকে, "কেন, ধ'বি আর ক'বি মরতে আছে কি জন্যে ? যেতে পারেনা তারা দু'বোনে ?"

বুড়ো ভাবল-তাও বটে। দু'বোনে যখন যাচ্ছে ত যাক্। বুড়ীর কথা আর অমান্যি করতে পারে না বুড়ো কোনমতে। এদিকে বুড়ী কিন্তু শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে নিজের মেয়েটাকে আগের থেকে। দু'বোনেত বার হল বাঘের দুধ আনতে, যেতে যেতে সবে গাঁয়ের সীমানা পেরিয়েছে, এমন সময় একটা ছড়ার ধারে এসে ক'বি ইচ্ছে করে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে ধপাস্ করে। আর তারই ছুতো ধরে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল ঘরে।

বুড়োর মেয়ে ধ'বি একেবারে একা পড়ে গেল তখন। বেচারী ফিরতেও পারেনা সৎমার বকুনীর ভয়ে। একলা যেতেও আবার সাহস হয় না। অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে কোন কুল কিনারা করতে না পেরে মেয়েটা শেষটায় নিরুপায় হয়ে যা থাক্ কপালে করে একা একা বেড়িয়ে পড়ল বনের পথে। জন্মের পর থেকে কোনদিন ঘরের বার হয়নি সে, একটু গভীর বনের ভেতর গিয়ে পড়তে গা ছমছম করতে লাগল তার ভয়ে। বনটা যতই ঘন হয়ে এল নানা কিছুর সাড়াশব্দ মিলতে লাগল আড়ালে আবডালে। ঝরাপাতার উপর কিসের যেন 'সড়সড়' 'মড়মড়'। কারা যেন চলাফেরা করছে চারধারে। দীঘল গায়ে চুড়োগুলোয় কারা যেন ফিসফিসিয়ে উঠে একটুখানি বাতাসে। ভয়ে মেয়েটির সারা গা হিম হয়ে আসে। তবু চোখ বুঁজে পথ চলতেই থাকে সে মরীয়া হয়ে। এমনিতে সৎমার বকুনী আর লাথি ঝাঁটা খেয়ে রাতদিন কাটে, একেবারে মরলে পরে এর বাড়া কষ্ট আর কি হবে ?

PDF Created by hillbd.com

যেতে-যেতে-যেতে আরো গভীর বনে পড়ল গিয়ে ধ'বি। ঘন গাছের ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে চলতে লাগল একপা একপা করে। চলতে চলতে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির পাশ এড়িয়ে ধ'বি যেই একটুখানি এগোতে যাবে, অমনি হঠাৎ তার সামনে পড়ে গেল আদ্যিকালের ইয়া বড় এক বাঘিনী। ধ'বিকে দেখতে পেয়ে সেটা তেড়ে খেতে এল তাকে 'হালুম' করে। তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে ধ'বি বলল তাকে—

"জু, মুঝি, জু,
খেলে খা, দেলে দা—
খেলে তরঅ ভুক জুরেব
মরঅ দুখ ফুরেব।"

বাংলা :—"পেন্নাম হই মাসী। পেন্নাম।
খাও আর দাও, যা খুশী চাও,
খাওত তোমার ভুখ জুড়োবে
আমারও দুঃখ ফুরোবে।"

"ভ্যালারে ভ্যালা", বলে উঠল বাঘিনী মানুষের গলায়, "ভাগ্যিস মাসী বলে ডেকেছিস। নইলে এতক্ষণ তোকে খেয়ে ফেলেছিলাম আর কী! তা কা'দের বাছারে তুই? আ-হা-হা মুখখানা শুকিয়ে যেন আমসি হয়ে গেছে।"

"মাসী" ধ'বি বলল, "আমার সৎমার" হাড়ভাঙ্গা চাড়ভাঙ্গা ব্যামো হয়েছে। ভারি শক্ত ব্যামো। খানিকটা বাঘের দুধ চাই তার অষুধের জন্যে, নইলে আর বাঁচবে না।" "ওমা! তাই নাকি? বাঘিনী বলল সদয় হয়ে তা-নে বাছা, নে। মাসী বলে যখন ডেকেছিস, তখন তোকে না দিয়ে কী আর পারি? বিশেষ করে অষুধের জন্য যখন বলছিস।" একটু পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বাঘিনীর মাই থেকে অমনি ঝরঝর করে দুধ ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে। আর ধ'বি তাড়াতাড়ি তারি খানিকটা ধরে নিল একটি বাঁশের চোঙায় করে। যাবার আগে বাঘিনী বলল তাকে, "আ-হা তোকে দেখে মনে হচ্ছে, ভারি দুঃখী মেয়ে তুই। দাঁড়া আমার কাছে মেলাই কাপড় চোপড় রয়েছে, দিয়ে দিচ্ছি তোকে, নিয়ে যা। সে সব পরবি আর তোর বাঘিনী মাসীকে মনে করবি কেমন?"

সেই আদ্যিকাল থেকে কত মানুষ বাঘিনীর পেটে গেছে। তাদের সব রকমারি পোষাক আশাক স্তূপ হয়ে পড়ে আছে একধারে। ধ'বিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিল বাঘিনী তাকে। এখন অত সব কাপড়ের পাহাড় তার মত বাচ্চা মেয়ে কী আর একলা একলা বয়ে নিতে পারে? তাই সে বেছে বেছে কয়েক জোড়া সুন্দর সুন্দর রেশমের তৈরী 'পিনন' আর 'খাদি' বেঁধে নিল পুঁটলী করে আর বাকী সব পড়ে রইল সেখানে।

তার বাঘিনী মাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধ'বি ফিরে চলল বাড়ীতে। এক হাতে বাঘের দুধ আর এক হাতে কাপড়ের পুঁটলী নিয়ে খুশী মনে পথ চলছে সে, হঠাৎ একটা ভাবনা এসে গেল তার মনে। যেমন তরো দেখছে সে হামেশা, এ সব নিয়ে বাড়ী গেলে তার সৎমা না আবার সব কেড়েকুড়ে নেয়। তাই চট করে অমনি একটা বুদ্ধি খেলে গেল

PDF Created by hillbd.com

তার মাথার। সন্ধের মুখে মুখে যখন সে পৌঁছে গেল তাদের গাঁয়ে, বাড়ীতে ঢোকার আগে সে গিয়ে হাজির হল ঢেঁকীশালে বিরিখ গাছটার কাছে। জোড়হাত করে বলল তাকে, 'দোহাই তোমার, তুমি যদি সত্যিকালের বিরিখ গাছ হও, তবে দু'ভাগ হয়ে যাও। আমি তোমার মাঝখানে কাপড় চোপড়গুলো লুকিয়ে রাখি। দেখতে দেখতে গাছটা অমনি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর ধ'বি তার কোটরের মধ্যে কাপড়গুলো রেখে দিতে সেটা আবার আস্তে আস্তে বুঁজে গিয়ে আগের মত দাঁড়িয়ে রইল। ধ'বি তারপর বাঘের দুধ নিয়ে ঢুকল বাড়ীতে।

বুড়োর মেয়েকে ফিরতে দেখে বুড়ীত বিষম ব্যাজার মনে মনে। বাঘের মুখে গিয়ে মরল না মেয়েটি। ভ্যালাই আপদ জুটেছে। তবে এখন হয়েছে কী? এইত সবে কলির সন্ধে, বোসনা, দেখাচ্ছি আরো কত মজা।

মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুড়ো খুব খুশী। মেয়ের হাত থেকে দুধটুকু নিয়ে সে খেতে দিল বুড়ীকে। কিন্তু আগের মতই চালাকী করে বুড়ী সেটা খেলোনা! ফাঁক বুঝে নিচে ফেলে দিল একসময় মাচান ঘরের তলা গলিয়ে। যেই ব্যামো সেই ব্যামো রয়ে গেল তার। বরং আরও ভান করতে লাগল বেশী করে। জ্বালা যন্ত্রণা বুঝি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আবার পাড়ার ওঝা এসে বললে আগের থেকে বুড়ীর শেখানো মত,—"বাঘের দুধে সারেনা, উঁহু! এ'ত ভারি খারাপ লক্ষণ দেখছি। এখনত সাপের দুধ ছাড়া কিছুতে আর রোগী রক্ষা পেতে পারে না।"

তখন আবার সেই কে যাবে, কে যাবে, সাপের দুধ আনতে? এদিকে দিনরাত্তির বুড়ীর মুখ নাড়ার আর বিরাম নেই। বুড়ো আর তার মুখ ঝামটা সইতে না পেরে বাধ্য হয়ে আবার ধ'বি ক'বিকে পাঠিয়ে দিল বনে সাপের দুধের জন্যে। যেতে-যেতে অর্দ্ধেক রাস্তায় পৌঁছে ক'বি আবার ইচ্ছে করে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে মায়ের শেখানো মতে, আর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল ঘরে। ধ'বি আবার একা পড়ে গেল আগের মত। বুড়ীর মতলব ত সে আঁচ করতে পেরেছে অনেক আগে, কিন্তু পালিয়েই বা কোথায় যাবে? তাই যা থাক্ কপালে করে সে আবার চলতে লাগল একা একা বনের পথে।

যেতে-যেতে-যেতে গভীর বনে ঢুকল ধ'বি। এমন সময় সামনে পড়ল তার আদ্যিকালের বিরাট একটা সাপ। তাকে দেখতে পেয়েই কুলোপানা চক্কর নিয়ে সাপটা তেড়ে এল তাকে গিলে খাবার জন্যে। ধ'বি তাড়াতাড়ি জোড়হাত করে বলল তাকে,—

"জু। মুঝি। জু
খেলে খা, দেলে দা
খেলে তরঅ ভুক জুরেব
মরঅ দুখ ফুরেব।"

"ভ্যালারে ভালা" বলে উঠল সাপটা মানুষের গলা করে,—"ভাগ্যিস মাসী বলে ডাকছিস। নইলে এতক্ষণ তোকে গিলে খেয়েছিলাম আর কী। তা' কাদের বাছারে তুই? তোকে দেখে ত ভারি মায়া হচ্ছে। এই জঙ্গলে এসি কী জন্যে?

PDF Created by hillbd.com

"মাসী," বলল ধ'বি,—"আমার সংসার ভারি শক্ত ব্যামো হয়েছে, "হাড়ভাঙা, চাড়-ভাঙা'। বাঘের দুধ খাইয়ে কিচ্ছু হয়নি। আবার সাপের দুধ খাওয়াতে ওঝা বলেছে। নইলে বাঁচানো যাবে না তাকে। তাই আমাকে আসতে হয়েছে তোমার কাছে।" একগাল হেসে বলল সাপটি,—"মাসী বলে যখন ডেকে-ছিস, তখন তোকে না দিয়ে কী আর পারি? তা' নে বাছা, নে অষুধের জন্ত যখন বলছিস?

সদয় হয়ে এক চুংগা দুধ দিয়ে দিল সাপটা ধ'বিকে। তারপর ফের বলল তাকে, "তোকে দেখে ভারি দুঃখী বলে মনে হচ্ছে। দাঁড়া, আমার কাছে মানুষের গয়নাপত্তর মেলাই পড়ে আছে। তোকে দিচ্ছি, নিয়ে যা। সে সব পরবি আর তোর এই বনের মাসীকে মনে করবি, কেমন?"

সেই আদ্যিকাল থেকে কত মানুষ গিলে খেয়েছে সাপটা, তাদের হাড়গোড় সব কবে হজম হয়ে গেছে তার পেটে। কিন্তু গয়নাগুলোত আর হজম হয় না। সেগুলো সব উগড়ে উগড়ে রেখে দিয়েছে সে একখানে। ধ'বিকে নিয়ে গিয়ে সাপটা দেখিয়ে দিল তাকে সেই গয়নার ভাণ্ডারটা। ধ'বির সাধ্যি কী সে সব একা বয়ে নিয়ে আসে। বুদ্ধি করে সে কয়েক সেট খালি দামী দামী জড়োয়া গয়না পুঁটলী বেঁধে নিল। তারপর মাসীর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে চলল। সাঁঝের মুখে মুখে যখন সে পৌঁছল গিয়ে গাঁয়ে, বাড়ীতে ঢোকার মুখে আগের মতই সে গয়নাগুলো লুকিয়ে রেখে দিল বিরিখ গাছটার কোটরে। সাপের দুধটা বাড়ীতে নিয়ে দিয়ে দিল তার বাপের হাতে।

দু'বারের বারও ধ'বিকে জ্যান্ত ফিরে আসতে দেখে বুড়ীত চটেমটে লাল ভেতরে ভেতরে। সতীনের মেয়েটা কিছুতে যেন মরতে জানেনা। এমনি আপদ জুটেছে। কিন্তু মুখেত আর কিছু বলার জো নেই। তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হল, পাছে না বুড়ো সব টের পেয়ে যায়।

সাপের দুধটা এনে বুড়ো খেতে দিল তাকে। বুড়ী কিন্তু ফের চালাকী করে সব ফেলে দিল মাচানের নীচে। তা'হলে কী হবে? কাঁহাতক আর রোগী সেজে থাকা যায় মিছামিছি সখ করে? তাই বুড়ী নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে একদিন উঠে বসল বিছানায় ধীরে ধীরে।

এমনি করে দুঃখ পেয়ে পেয়ে বুড়োর মেয়েটা বড়সড় হয়ে উঠল কালে কালে। দেখতে ভাল হলে কী হবে। একটা ভাল কাপড় পরতে দেয়না বুড়ী তাকে। মাথার চুলে তেল পড়েনা কোনকালে। খালি হাত, খালি পা। গয়নাগাটির বালাই নেই। অষ্টপহর বুড়ী তাকে শুধু খাটি-য়েই মারে, আর উঠতে বসতে গালমন্দ করে। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে। অথচ বুড়ী পরতে দিলনা তাকে কোনদিন একজোড়া পায়ের খাড়ু, কী একজোড়া হাতের বালা। ওদিকে নিজের মেয়েটার বেলায় কিন্তু সাজ পোষাকের ঘটা। গয়না যেখানে যা কমতি নেই কোনোখানে। কাজকর্ম কিছুই করতে হয়না বুড়ীর মেয়েকে।

PDF Created by hillbd.com

খায়, দায় আর খালি ফুর্ত্তি করে বেড়ায় সেজে গুজে। এমনি করে দিন কাটে।

থাকতে থাকতে একদিন গাঁয়ে গাঁয়ে বিষম হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজার লোক এসে একদিন হঠাৎ গাঁময় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিল, "রাজ্যে যেখানে যত কুমারী মেয়ে আছে, আসছে কাগুনী পূর্ণিমায় রাজা নেমন্তন্ন করেছেন তাদের সবাইকে। রাজকুমারের যাকে পছন্দ হবে তাদের মধ্যে, তার সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হবে।"

তখন আর কী? নীরব নিথর পানিতে কে যে এসে একেবারে হাজার ঢিল ছুঁড়ে মারল এক সঙ্গে। গাঁয়ে গাঁয়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল এরপর মেয়ে মহলে। এমন লোভনীয় ব্যাপার, কার না সাধ যায় নিজের ভাগ্যটাকে একবার পরখ করে দেখতে? চাই কী রাজার ছেলের নজরে লাগলেত সাথে সাথে অর্দ্ধেক রাজত্ব। বুড়ীও বসে রইলনা। নিজের মেয়েটাকে ঘটা করে সাজিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল রাজার বাড়ী পাড়ার দশজন মেয়ের সাথে। ধ'বিকে কেউ একবার পুঁছলোও না।

সবাই যখন চলে গেছে, ধ'বি তখন কী মনে করে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল বিরিখ গাছটার কাছে। চেয়ে নিল তার লুকানো সাজপোষাক আর গয়না পত্তরের বাণ্ডিল। সেগুলো থেকে সে বেছে বেছে সবচেয়ে সেরা পোষাকগুলো পরল আর সবচেয়ে দামী আর সুন্দর গয়নাগুলো গায়ে চড়িয়ে সেও বেরিয়ে পড়ল মেয়েদের দলের পিছু পিছু রাজার বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

বুড়োর মেয়ে এমনিতে দেখতে খুব ভাল, তার উপর সুন্দর সুন্দর পোষাক আর গয়নাগাটি পরে কী যে মানিয়েছে তাকে। যেন রাজকন্যেটি। রাজাবাড়ীতে তারই রূপ ছাপিয়ে উঠল সবার উপরে। রাজার ছেলের এক নজরেই পছন্দ হয়ে গেল তাকে দেখে। তখন আর কী? ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল তার রাজার ছেলের সঙ্গে। আর বুড়ীর মেয়ে ক'বি মুখ চুণ করে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল ঘরে।

মেয়ের মুখে সব কথা শুনে বুড়ী যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল সতীনের মেয়ের হিংসেয়। "আমার মেয়ের অমন চাঁদপানা মুখ মনে ধরল না, পছন্দ হল কিনা ঐ পোড়ারমুখী বাঁদরী সতীনের মেয়েটাকে। একেই বলে কিনা একচোখা বিচার।" রাগে দুঃখে বুড়ী শাপশাপান্ত করতে লাগল। আর সারাক্ষণ গজরাতে লাগল নির্বিষ সাপের মত।

এখন রাজার বাড়ীতে বিয়ে হলে কী হবে; সমাজের নিয়ম, বিয়ের পর নূতন জামাইকে বেড়াতে যেতে হয় বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে। রাজার ছেলেও একদিন ধ'বিকে নিয়ে এল বুড়োর বাড়ীতে। মনে যাই থাক বুড়ী কিন্তু খুব খুশীর ভাব দেখিয়ে ঘটা করে মেয়ে জামাইকে ঘরে তুলল। আদর সোহাগের কিছুই বাকী রাখলো না। এদিকে কিন্তু চুপি চুপি মেয়ের সঙ্গে সড় করে রেখেছে আগে ভাগে। একদিন তাই রাজকুমার গেছে শিকারে, সুযোগ বুঝে ক'বি বায়না ধরল তার দিদিকে, দিদি, তোর গয়না-

PDF Created by hillbd.com

গুলো কি সুন্দর! একটু খুলে দেখতে দেনা দিদি। আমিত এসব পরতে পাব দূরে থাক, কোনদিন চোখেই দেখিনি।

ছোট বোনের আবদার, ধ'বি আর কী করে। ঠেলতে না পেরে এক এক করে খুলে দেখাতে গেল তার গয়নাগুলো তাকে। ওরা মা মেয়েতে সেগুলো দেখতে লাগল দু'জনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ক'বি কোনটা পরে দেখে নিজের গায়ে, কোনটা বা নাড়াচাড়া করে হাতে নিয়ে। গয়না-গুলোর প্রশংসা আর ধরে না মা মেয়ের মুখে।

উনুনের ধারে যেখানটায় তারা বসেছিল, সেখানে মাচানের তলায় একটা ফুটো করে রেখেছিল মায়েঝিয়ে আগে থেকে। ক'বি তার দিদির আংটিটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গেছে এমনি ভান করে 'টুপ' করে সেটা নীচে ফেলে দিল ঐ ফুটো দিয়ে আর বলে উঠল ভাল মানুষের মত করে,—"ঐ যা আংটিটা নীচে পড়ে গেল দিদি। যা না দিদি তুই নিয়ে আয়। আমরা এগুলো দেখতে থাকি।"

বিয়ের জোড়া আংটি হারানো নাকি ভারি অলুক্ষণে। হন্তদন্ত হয়ে ধ'বি ছুটল মাচান ঘরের নীচে আংটিটার খোঁজে। এদিকে মায়েঝিয়ে একটা বড় হাঁড়িতে করে অনেকক্ষণ জলসেদ্ধ করতে দিয়েছে। উনুনের উপর ফুটছে টগবগ করে। ধ'বি আংটি নিতে ঠিক যেই তলায় এসেছে, মায়েঝিয়ে ধরাধরি করে উপর থেকে সবটা গরম জল তার গায়ে মাথায় ঢেলে দিল। বেচারী একটুখানি উঃ আঃ করারও আর ফুরসৎ পেলনা।

মরে গিয়ে ধ'বি হয়ে গেল সুন্দর একটা 'কুইল্যা পেখ' (৩) আর তখনি ডানা মেলে উড়ে পালিয়ে গেল বনে। আর এদিকে ক'বি তার পোষাক-আশাক আর গয়নাগাটি পরে নূতন বৌ সেজে বসে রইল তার জায়গায়।

রাজকুমারত এতসব কাণ্ড কিছুই জানেনা। ক'বিকে নিয়েই সে ঘরে ফিরে গেল এক সময়। দেখতে অনেকটা ধ'বির মত হলেও তবু খানিকটা যেন খটকা লাগল তার মনে, "উঁহু কন্যা, তোমার চোখদুটো কেন ফুলোফুলো?"

ক'বি বলল, "আমার মা মরেছে, তাই চোখ কচলে কেঁদেছি"।

আর সময় বলল রাজকুমার, "উঁহু কন্যা, তোমার গাল দুটো ফুলোফুলো কেন?"

ক'বি বলল, "আমার মা মরেছে তাই গালে চাপড় মেরে কেঁদেছি।"

রাজকুমার মনে করল, এসব বুঝি হবেওবা। আর সত্যি সত্যি ধ'বির মা মারা গেছে, এত সে জানে।

কোনকালে কিচ্ছু শেখেনি, সব কাজত তার ধ'বিই করে দিত বাড়ীতে। 'বোনাকাটা'—চাকমা মেয়েদের যেটা আসল বিদ্যে, সেটাও সে শেখেনি ভাল করে। এদিকে গুমোরে পা পড়েনা মাটিতে। দেখায় যেন কতই না সে জানে। একদিন ঐ বিদ্যে নিয়ে সে গেল 'বেন' (৪)

(৩) কুটুম পাখী। (৪) চাকমাদের কাপড় বোনার তাঁত।

PDF Created by hillbd.com

বুনতে। জমিনের উপর ফুল তুলবে, "আলাম" (৫) দেখে দেখে বুনতে যাবে,—বলিহারি, ক'বি ফুল বোনেত ফল হয়, টানা জোড়েত পোড়েন খোলে। বেন নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে করতে হিমসিম খেয়ে গেল ক'বি। কিছুতেই কিচ্ছু হয় না। এমন সময় ঐ 'কুইয়্যা পেখ' অর্থাৎ কিনা কুটুম পাখিটা কোথা থেকে উড়ে এসে বসল বেন এর উপর আর বলে দিতে লাগল তাকে—

"এ-জু ফেলেই উ-জু তুল্
বিগুন বিজি ফুল্লঅ তুল্।"

বাংলা :—এই ঝাঁপ ফেলে ঐ ঝাঁপ তোল,
বেগুনবীচি ফুলটা তোল।

বনের পাখী এসে বলে দিচ্ছে, কোথায় না সে খুশী হবে, ক'বি উল্টে আরো হয়ে গেল কিনা বিষম খাপ্পা। "যা-যাঃ তোকে আর ফোঁপড় দালালি কবতে হবে না"—বলেই সে বেন বোনার ব কাঠি দিয়ে পাখীটাকে কষে লাগাল এক ঘা।

এমন সময়টায় রাজকুমার হঠাৎ এসে হাজির সেখানে। "আ-হা-হা, অমন সুন্দর পাখিটাকে মারলে কেন গো"? বলেই সে দরদের সঙ্গে পাখীটাকে তুলে নিল হাতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, না : বেচারী ঐ এক ঘায়েই সাবাড় হয়ে গেছে একেবারে! আহা, অমন সুন্দর পাখী। দেখলেই কেমন মায়া লাগে। কী ভেবে রাজকুমার মরা পাখীটাকে তুলে রেখে দিল যত্ন করে একটা ঝাঁপির ভেতর।

পরদিন ভোরবেলা রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে দেখে তার জন্যে কে পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে রেখে গেছে। কাপড়ের খুঁটে কী যেন আবার বাঁধা। খুলতে গিয়ে দেখে কিনা একটি পানের খিলি। রাজকুমার ত তাজ্জব বনে গেল একেবারে। ক'বির কাছে জিজ্ঞেস করে এর কোন হাদিস মিলল না। দাস দাসীরাও বলতে পারল না, কে রেখেছে এই খাবার আর কাপড়ের খুঁটে পান। তারপরের দিন, তারো পরে··· তারপরের দিন, এমনি কাণ্ড যখন ঘটতে লাগল রোজরোজ, রাজকুমার আর থাকতে পারল না। একদিন খেয়েদেয়ে শুয়ে রইল বিছানায় ঘুমের ভান করে। দেখতে হবে, কে করে যায় এসব কাজ।

রাত যখন গভীর। রাজপুরীতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনখানে আর জন মনিষ্যির সাড়া মিলছেনা, রাজকুমারের মনে হল, হঠাৎ যেন আলো হয়ে গেল ঘর। একটি কোণে পিটপিট করে তাকিয়ে দেখল সেদিকে, একটা পরমাসুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে আসছে ঝাঁপিটার ভেতর থেকে, যেটায় সে মরা পাখীটা রেখে দিয়েছে। রূপে তার চারিদিক যেন আলো হয়ে গেছে। রাজকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঘুমের ভাণ করে। মেয়েটি যেন চেনাচেনা অথচ ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না কোনমতে, কোথায় দেখেছে তাকে।

বাইরে এসেই মেয়েটি প্রথমে ঘরখানায় ঝাটপাট দিয়ে দিল খুব ভাল করে। কাপড়-

(৫) বিবিধ ফুলের নক্সা।

PDF Created by hillbd.com

চোপড় আর জিনিসপত্তর যে সব আগোছাল হয়ে পড়েছিল এখানে সেখানে, একটি একটি করে সে গুছিয়ে রাখল সব যত্ন করে, ঠিক যেখানটিতে যেটা মানায়। দেখতে দেখতে ঘর-খানার ভোল পাল্টে গিয়ে ঝপঝকে তকতকে হয়ে উঠল অল্প সময়ের মধ্যে।

কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে এবার মেয়েটি রাঁধতে বসল নিশ্চিন্দি হয়ে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বাড়ী ঘর দোর যেন তার কতদিনের চেনা। এ যেন তার নিজের বাড়ীতেই রাঁধছে সে রোজকার মত করে। রাজকুমার যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে।

রান্না হয়ে গেলে মেয়েটি আদ্ধেক খাবার একটা পাতে সাজিয়ে রেখে দিল আলাদা করে, তারপর বাকীটা পাতে নিয়ে নিজে বসল খেতে। খাওয়ার পাট চুকলে পরে পানের বাটা নিয়ে সে পান সাজল। একটি নিজে মুখে দিয়ে আরেকটি নিয়ে সে গেল রাজকুমারের বিছানার পাশে। তারপর ওটা যেই তার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিতে যাবে, রাজকুমার এমন সময় 'খপ' করে ধরে ফেলল মেয়েটার হাতখানা চেপে।

আচমকা ধরা পড়তেই মেয়েটি একেবারে লাফিয়ে উঠল তড়াক করে বুনো হরিণীর মতো। চেঁচাতে লাগল বারেবারে,—

"কুমার লে কুমার
লেজৎ ন ধরিচ
লেজৎ ধর।"

বাংলা :—"হে কুমার ল্যাজে ধরোনা, প্যাঁজ অর্থাৎ আঁচল খানায় ধরো।"

থতমত খেয়ে রাজকুমার মনে করল, বুঝিবা মেয়েটির লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি সে হাত-খানা ছেড়ে দিয়ে চেপে ধরল তার খাদির আঁচলখানা। চোখের পলকে অমনি কোথায় মিলিয়ে গেল মেয়েটি ভোজবাজীর মত, আর তার জায়গায় একটা কুটুম পাখী পাখা ঝটপট করতে করতে উড়ে পালিয়ে গেল ফুড়ুৎ করে, রাজকুমারের হাত এড়িয়ে। পাখীটার ক'টা পালক খালি ধরা রইল মুঠিতে। কিছুই বুঝতে না পেরে রাজকুমার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল থ হয়ে সেগুলো হাতে করে।

এরপর দু'য়েকদিন যেতে আবার কে খাবার দাবার সাজিয়ে রেখে যেতে লাগল আগের মত করে। আসলে হয়েছে কী, মরা পাখীটা রোজ রাত্তিতে জেগে ওঠে প্রাণ ফিরে পেয়ে আর বুড়োর মেয়ে ধ'বির রূপ নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে ঝাঁপির ভেতর থেকে। নিঝুম পুরীতে একলা একলা পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়ায়। একলা একলা রাঁধে বাড়ে আর খুব ভোরে মোরগ ডাকার সাথে সাথে সে আস্তে আস্তে গিয়ে ঝাঁপিটার ভেতর ঢুকে পড়ে। তারপর আবার কুটুম পাখী হয়ে মরে পড়ে থাকে সারা দিনমান।

রাজকুমার মরীয়া হয়ে আবার এক রাত্তিরে ওৎ পেতে রইল মেয়েটার জন্যে ঘুমের ভান করে। থাকতে থাকতে রাত যখন দুপুর পেরিয়ে

PDF Created by hillbd.com

গেছে, রাজকুমার দেখতে পেল ঝাঁপিটার ভেতর থেকে আবার কে এক রূপসী মেয়ে বেরিয়ে আসছে পা টিপে টিপে।

আরে আরে! এত সেই আগের মেয়েটি না? এবারে আর ছাড়াছাড়ি নেই কোনমতে রাজকুমার তখন একেবারে কাঠ হয়ে রইল বিছানায়; পড়ে পড়ে শুনতে লাগল কতক্ষণে ধরার সুযোগ মেলে মেয়েটাকে।

আগের মতই মেয়েটি প্রথমে ঘরদোর ঝাঁট-পাট দিল, রান্নাবান্না করল আর রাজকুমারের জন্য আলাদা রেখে দিয়ে নিজে খাবার খেয়ে নিল। তারপর পান মুখে দিয়ে একখিলি যেই রাজকুমারের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিতে যাবে, অমনি রাজকুমার হঠাৎ আবার ধরে ফেলল তার হাতখানা 'খপ' করে। মেয়েটি একেবারে চেঁচিয়ে উঠল ভয় পেয়ে আর টানাটানি করে ছাড়াতে গেল তার হাতখানা—

"কুমার লে কুমার
লেজৎ ন ধরিচ
পেজৎ ধর"

উঁহুঁ! কে শোনে আর কার কথা। রাজ-কুমার এখন চালাক হয়ে গেছে। আগের মতন ধোঁকা দিয়ে আর পালানো যাবেনা কোনমতে। সে পথ একদম বন্ধ এবারে। টানাটানি করতে করতে মেয়েটি এক সময় শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ল বিছানায়, কাঁদতে লাগল অঝোর ধারে। রাজ-কুমার আদর করে তার চোখের জল মুছে দিতে গিয়ে দেখে, আরে! এইত তার আসল বউ! এ্যাদ্দিন তবে ঘর করছে সে আর কাকে নিয়ে?

রাজ কুমার জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি বলে গেল তার দুঃখের কাহিনী কান্না ভেজা গলায়। তার চোখে জল আর মুখে হাসি। আগাগোড়া সব কথা শুনে রাজকুমার গুম হয়ে বসে রইল ভোর হবার অপেক্ষায়।

এরপর আর কী? ভোর না হ'তে নকল বৌরাণীর তলব পড়ল রাজ দরবারে। বিচারে প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়ে গেল তার, আর জল্লাদ এসে তাকে মশানে ধরে নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলল দু'টুকরো করে। রাজরাণী হবার সাধ ঘুচে গেল জন্মের মত।

ক'বি মরে গিয়ে সেও হয়ে গেল আরেক জাতের কুটুম পাখী। সেই থেকে আমাদের দেশে দু'জাতের কুটুম পাখী দেখতে পাওয়া যায়। একটি লালচে রংয়ের, বেশ ফিটফাট ছিমছাম চেহারা, সেটিকে বলা হয় বুড়োর মেয়ে। আর যেটির রং হলদে, চেহারা গোলগাল নাদুস নুদুস, সেটি বুড়ীর মেয়ে ক'বি। চাকমাদের বিশ্বাস কারোর বাড়ীর পাশে গাছের ডালে বসে কুটুম পাখী এসে ডাকলে কোন না কোন কুটুম সেদিন ঘরে আসবেই আসবে।

—:০:—